লোকবার্তা

ছাব্বিশ-তম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের বুলেটিন
জানুয়ারি ২০২৩ — মার্চ ২০২৩

৪৬তম "কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলা"য় লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের বুক স্টল

কেন্দ্রের বুক স্টলে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রনীল সেন

পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড আয়োজিত "কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলা" অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৩০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্কে। পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যান্য শাখা যেমন পশ্চিমবঙ্গ শিশু কিশোর আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চারুকলা পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমির সাথে ছিল লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের বুক স্টল। বই বিক্রির সময়সীমা ছিল বেলা ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। বইমেলা উপলক্ষ্যে কেন্দ্র থেকে সাতটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে— Essays on Folkloristics, বাংলার আদিবাসী, খেলার ছড়া-ছড়ার খেলা, লোকসংস্কৃতির তত্ত্বতল্লাশ, জেলা গ্রন্থ পরিচয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কোচবিহার। বই মেলায় কেন্দ্রের প্রায় ১ লাখ ৩২ হাজার টাকার বই বিক্রি হয়েছে। বই মেলার কটা দিন মেলা প্রাঙ্গণ অজস্র উৎসাহী পাঠকের সমাগমে মুখরিত ছিল।

"ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা" অনুষ্ঠানে বাংলার লোকশিল্পীরা

আদিবাসী নৃত্যের শিল্পীদের সাথে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৭ মার্চ ২০২৩, বিকেল ৫টায় কলকাতার নেতাজী ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয়া রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র তৈরি হয়েছিল ধামসার আদলে। নেতাজী ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে সংবর্ধণা মঞ্চে মাননীয়া রাষ্ট্রপতির সামনে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী নৃত্যের ছন্দে ও ধামসার তালে নৃত্য শিল্পীদের সাথে আদিবাসীদের ঐতিহ্য তুলে ধরেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও হাওড়া জেলার বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীরা। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য ও ঝাড়গ্রামের আদিবাসী নৃত্য। মোট ৭২০ জন লোকশিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৪৬-তম "কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলা"-য় লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠান

৩০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল "কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলা"। ৩০ জানুয়ারি বই মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন আঙ্গিকের ৫০ জন লোকশিল্পীরা। ৩১ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পরিবেশিত হয় উত্তর ২৪ পরগণার, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি জেলার বাউল গান, নদিয়ার ফকিরি গান, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাটিয়ালি গান, হুগলির বাউল গান, পূর্ব বর্ধমানের কবি গান, উত্তর ২৪ পরগণার ভাটিয়ালি, হাওড়ার বাউল গান, নদিয়ার বাউল গান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার তরজা গান, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া ও নদিয়ার বাউল গান। মোট অংশগ্রহণকারী শিল্পী সংখ্যা **১৩৪ জন।**

কলকাতার ইকো পার্কে আয়োজিত “জি ২০ সম্মেলন”-এ লোকশিল্পীরা

‘জি-২০ সম্মেলন’-এ খোল বাদ্য

১০ জানুয়ারি ২০২৩ কলকাতার ইকো পার্কে “জি ২০ সম্মেলন” (প্রথম পর্যায়) উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয়ে গেল। ইকো পার্কে যে সমস্ত লোকশিল্পীরা ও লোকশিল্পীদের দলগুলি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছিলেন তাঁরা হলেন মুর্শিদাবাদের ১৫ জন রায়বেঁশে নৃত্যের, দার্জিলিঙের ১০ জন কুকরি নৃত্যের, পূর্ব বর্ধমান জেলার ১ জন বাউল গানের, পুরুলিয়ার ১৫ জন ছৌ নৃত্যের, বীরভূমের ১০ জন আদিবাসী নৃত্যের, (৬ জন মহিলা এবং ৪ জন পুরুষ), হুগলি জেলার ৪ জন, পূর্ব বর্ধমান জেলার ২ জন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ২ জন ও হাওড়ার ১ জন শ্রীখোল বাদ্যের, ৬ জন মুর্শিদাবাদ জেলার ঢাকবাদ্যের ও পূর্ব বর্ধমানের ১ জন ঢোল বাদ্যের লোকশিল্পী। মোট **৬৭** জন লোকশিল্পীরা “জি ২০ সম্মেলন” অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ কলকাতার ইকো পার্কে ”জি ২০ সম্মেলন” দ্বিতীয় পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগত অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানানোর জন্য ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উত্তর ২৪ পরগণা থেকে বিভিন্ন আঙ্গিকের ৬০ জন লোকশিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। ৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ইকো পার্কে অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার রায়বেঁশে, দার্জিলিঙের কুকরি নৃত্য, পূর্ব বর্ধমান জেলার বাউল গান, পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য, বীরভূমের আদিবাসী নৃত্য, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও হাওড়া জেলার শ্রীখোল বাদ্য, মুর্শিদাবাদ জেলার ঢাক বাদ্য ও পূর্ব বর্ধমান জেলার ঢোল বাদ্য। মোট **৭১** জন লোকশিল্পী এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠানগুলি অতিথি অভ্যাগতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ও বহু প্রশংসা অর্জন করেছিল।

“পদ্মশ্রী” সম্মানে ভূষিত হলেন লোকশিল্পী

“পদ্মশ্রী” সম্মানে ভূষিত হলেন সারিন্দা বাদক শ্রী মঙ্গল কান্তি রায়। ময়নাগুড়ির আমগলিতে থাকেন এই লোকশিল্পী। পেয়েছেন অনেক সরকারি সম্মান।

“সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা”-য় লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠান ও লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের বুক স্টল

সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলাতে আদিবাসী নৃত্য

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সহযোগিতায় ১১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ রবীন্দ্রসদন-নন্দন-পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে প্রত্যহ বেলা ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলা ভাষার বৃহত্তম সাহিত্য পার্বণ “সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা”। ১১ জানুয়ারি বিকেল ৪টে একতারা মুক্ত মঞ্চের মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। মেলার উদ্বোধন ও অন্যান্য দিনে বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীরা অনুষ্ঠান করেন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন আঙ্গিকের ৫০ জন লোকশিল্পীরা, পুরুলিয়া জেলার ছৌ নৃত্য, মুর্শিদাবাদ জেলার ঢাক বাদ্য ও রায়বেঁশে নৃত্য, বীরভূম জেলার আদিবাসী নৃত্য ও বাউল গান, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝুমুর গান, আলিপুরদুয়ার জেলার ভাওয়াইয়া গান, নদিয়া জেলার কীর্তন গান ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ফকিরি গানের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। মোট অংশগ্রহণকারী শিল্পী সংখ্যা **১২৩ জন।**

১১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ “সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা”য় রবীন্দ্রসদন-নন্দন-পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যান্য শাখা যেমন— পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ শিশু কিশোরে আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ চারুকলা পর্ষদ ও নন্দন এর সাথে ছিল লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের বুক স্টল। বেলা ২ টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ছিল বই বিক্রির সময়সীমা। পাঁচ দিন রবীন্দ্রসদন-নন্দন-পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণ বহু পুস্তক প্রেমীদের সমাগমে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের স্টল দিয়েছিলেন এই মেলাতে যা ছিল বইপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণীয়।

বিশিষ্ট নাটুয়া শিল্পী হাঁড়িরাম কালিন্দীর মূর্তি স্থাপন

পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও মানভূম কালচারাল আকাদেমির যৌথ উদ্যোগে পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্লকের পাঁড়দা গ্রামে কিংবদন্তি নাটুয়া শিল্পী স্বর্গীয় হাঁড়িরাম কালিন্দীর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন ও তাঁর আবরণ উন্মোচন হয় ১৯ মার্চ ২০২৩, রবিবার বিকেল ৩টে প্রয়াত শিল্পীর বাসভবন প্রাঙ্গণে তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে। উপস্থিত ছিলেন মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতি সন্ধ্যা টুডু, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, শ্রী সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী মানভূম কালচারাল আকাদেমির সভাপতি শ্রী হংসেশ্বর মাহাত, শ্রী শিবশংকর সিংহ আকাদেমির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, লোকগবেষক কলেন্দ্রনাথ মাহাতো সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

প্রয়াণলেখ

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২, প্রয়াত হয়েছেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব **ড. বিমলেন্দু মজুমদার**। তিনি জলপাইগুড়ি জেলার একজন অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতির একজন বিশিষ্ট গবেষক ছিলেন। টোটো সম্প্রদায়ের ওপর তিনি দীর্ঘ দিন গবেষণা করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৮৩ বছর।

৩ জানুয়ারি ২০২৩, প্রয়াত হয়েছেন লোকনাট্য গবেষক **ড. শিশির মজুমদার**। মৃত্যুকালে ওনার বয়েস হয়েছিল ৮০ বছর। ১৯৮৬ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমির সদস্য সচিব ছাড়াও ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি বিভাগের সাম্মানিক অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন।

২৪ নভেম্বর ২০২২, প্রয়াত হয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার বরেণ্য আলকাপ নাটকের শিল্পী শ্রী মাধব ঘোষ। তিনি একজন বিখ্যাত ও বহুল পরিচিত আলকাপ শিল্পী ছিলেন। কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উনি অংশগ্রহণ করেছেন।

২৫ জানুয়ারি ২০২৩, প্রয়াত হয়েছেন বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট লোকসংগীতের শিল্পী এবং সুরকার ও গীতিকার শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী। তাঁর লেখা ও সুর দেওয়া গান লোকসংঙ্গীতের জগতে বহুল প্রচারিত।

প্রয়াত হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট বাউল শিল্পী বাবান দাস বাউল। তিনি কেন্দ্র তথা সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

‘বাংলা মোদের গর্ব’ – অনুষ্ঠানে লোকশিল্পীরা

৩ থেকে ৫ জানুয়ারি ২০২৩ কলকাতার রবীন্দ্রসদন-নন্দন প্রাঙ্গণের ‘একতারা মুক্তমঞ্চ’তে ‘বাংলা মোদের গর্ব ‘অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীরা ও লোকশিল্পী দলেরা অংশগ্রহণ করেন। ৩ জানুয়ারি বেলা ২টো থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। যে সব লোকশিল্পী দলগুলি অংশগ্রহণ করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার ৬ জন বাউল গানের, ১০ জন ঢাক বাদ্যের, ১৫ জন আদিবাসী নৃত্যের, ১০ জন শ্রীখোল বাদ্যের, ১০ জন বাউল গানের ও পুরুলিয়ার ১৫ জন ছৌ নৃত্যের শিল্পীরা। ৪ জানুয়ারি বিকেলে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন— উত্তর ২৪ পরগণার ৬ জন ভাটিয়ালি গানের ও পুরুলিয়া জেলার ১৫ জন নাটুয়া নৃত্যের শিল্পীরা। ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন পূর্ব মেদিনীপুরের ৬ জন ঝুমুর গানের, মুর্শিদাবাদের ১৫ জন রায়বেঁশে নৃত্যের শিল্পীরা। মোট **১৬৩ জন** লোকশিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানের তিনদিন উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র-র প্রকাশনা

অমল কে ভৌমিক
লৌকিক ছড়ায় লোকগণিত ৩০০.০০

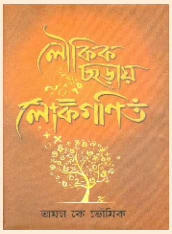

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
মূল্যবোধের বিকাশে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা ২০০.০০
অমিয়শঙ্কর চৌধুরী
পল্লিকবি একলিমুর রাজার সংগীতমালা ৮০.০০
অরুণকুমার রায়
লোকায়নচর্চার ভূমিকা ৫০.০০
অশোক ভট্টাচার্য
পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র ৪০০.০০

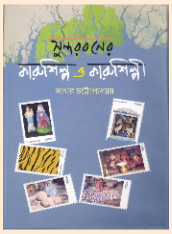

আদিত্য মুখোপাধ্যায়
রণনৃত্য ৭০.০০
আবদুর রাকিব
চারণকবি গুমানি দেওয়ান ১০০.০০
আবুল আহসান চৌধুরী
আব্বাসউদ্দিন ১২০.০০
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত (তরজামাইচ)
মুরুলিমোহন হাঁসদা (গড়ঃ ইচ্)
টুনটুনি রেয়াঃ কাথা ৫০.০০

কালাচাঁদ মাহালী
মাহালী লোকগান ও লোককথা ১৫০.০০
গদাধর দে
লোকায়ত বাংলা দোঁহা ১৫০.০০
গৌতমকুমার দাস
গাজন ভাটা দেলের গান ১৫০.০০

ডাবলু সরেন
সাঁওতালি নাটকের কথা ১৫০.০০
তনয় মণ্ডল
রাজবংশি লোকচিকিৎসা ১০০.০০
তারাপদ সাঁতরা
পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ ৩০০.০০
দিনেন্দ্র চৌধুরী
গ্রাম নগরের গান ১০০.০০
গ্রামীণ গীতিসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড ২২৫.০০

দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গরঙ্গমঞ্চে লোকসংগীত ১৮০.০০
দীপক বিশ্বাস
কবিয়াল লম্বোদর চক্রবর্তী ৬০.০০
দীপঙ্কর ঘোষ
আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি ১২০.০০

ধনঞ্জয় রায়
খন ৭০.০০
ধীরেন্দ্রনাথ কর
রাঢ় বাঁকুড়ার লোকভাষা ও লোকশব্দাবলী ১৭০.০০

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে
আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ ১৭০.০০

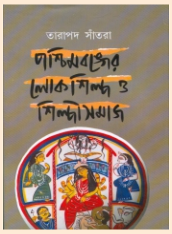

নিখিলকুমার চন্দ
টগর অধিকারী ৫০.০০
নির্মলেন্দু দে
জেতোড় লোকসাহিত্য ১২০.০০
নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুধী প্রধান : জীবন ও সাধনা ৭৫.০০
নিশীথ চক্রবর্তী
পুতুল নাচ ৮০.০০
পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো (সম্পা.)
মহাকবি বিনন্দিয়া সিংহের পদাবলী : রামায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ ১৫০.০০

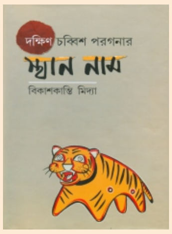

পুষ্পজিৎ রায়
গম্ভীরা ১০০.০০
মালদহ জেলার লৌকিক ছড়া ও সংগীত ১২০.০০
পার্থসারথি হাটি
ছড়ার ছন্দ ও আধুনিক কবিতা ৫০০.০০
প্রমোদ নাথ
তামাঙ ৬০.০০

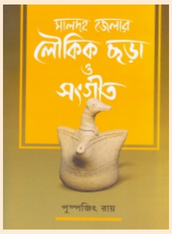

বরুণকুমার চক্রবর্তী
লেটো ১৫০.০০
বরুণ কুমার চক্রবর্তী ও সুমন চ্যাটার্জি সম্পাদিত
লোকসংস্কৃতির তত্ত্বতালাশ ২৫০.০০
বিকাশ পাল
খেলার ছড়া ঃ ছড়ার খেলা ২৫০.০০

বাসুদেব ঘোষ
প্রবাদের গল্প ২০০.০০
বাংলার অধিবাসী ৫০০.০০
বিকাশকান্তি মিদ্যা
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্থান নাম ১৭০.০০
বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
ধর্মঠাকুর শূন্যপুরাণ প্রসঙ্গে ১৭০.০০
বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
নজরুল সাহিত্যে লৌকিক জীবন ও সংস্কৃতি ২০০.০০

মণিমোহন দাস
গ্রামীণ সংগীতের ডালি ১৫০.০০
মহঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
বাংলাদেশের লোকনাট্য ৪০০.০০
মালিনী ভট্টাচার্য (সম্পা.)
সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ ২০০.০০
মালিনী ভট্টাচার্য ও প্রদীপ্ত বাগচি
কবিয়াল গুরুদাস পাল ৫০.০০

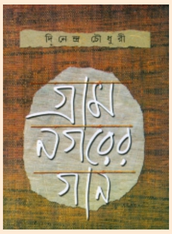

মিহির ভট্টাচার্য (সম্পা.)
লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন ২০০.০০
মুহম্মদ আয়ুব হোসেন
মহিলা কথকদের কেচ্ছা এবং রূপকথা ১০০.০০

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র-র প্রকাশনা

মোহিত রায়
বোলান ৮০.০০
যোগেন্দ্রনাথ দাস (সংকলন) নিখিলেশ রায় (সম্পা.)
উককতার ঝোপা ১৫০.০০
রীতা সাহা
রবীন্দ্রমানসে লোকসংগীতের প্রভাব ৩০০.০০
লোকনাথ দত্ত (অরুণ চৌধুরী সম্পা.)
সাঁওতাল কাহিনী : বনবীর গাথা ৫০.০০
শক্তিনাথ ঝা
আলকাপ ১২০.০০
ঝাকসু ২৫.০০
শ্রমসংগীত ১০০.০০
শশাঙ্কশেখর দাস
বনবিবি ১০০.০০
শামস্ আলদীন্
লোকসাহিত্যে নারী ২০০.০০
শ্যামল বেরা
ভাঁড়যাত্রা ৯০.০০
শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়
লোকসংস্কৃতি চর্চা ও সুকুমার সেন ১০০.০০
শিবপদ ভৌমিক ও সুস্মিতা ভৌমিক
লোকসংস্কৃতি চর্চা ৮০.০০
শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
লোকায়ত পশ্চিমরাঢ় ১৩০.০০
শিবেন্দুশেখর মিশ্র
সাঁওতাল : সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম ২৫০.০০
শ্যামাপদ বর্মন
ভাওয়াইয়া গীতিসংগ্রহ ও স্বরলিপি ১০০.০০
সহদেব মুরমু
শিকৗর দিসম রেয়াঃ সহরায় এনেচ্
সেরেঞ ১৫০.০০
সঙ্গীতা সেন
মুখোশশিল্প ৮০.০০
সাগর চট্টোপাধ্যায়
সুন্দরবনের কারুশিল্প ও কারুশিল্পী ২৫০.০০
সুব্রত চক্রবর্তী
ভাদু ১২০.০০
সুব্রত মুখোপাধ্যায়
জঙ্গলমহলের জনসংস্কৃতি ১০০.০০
সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া ৩০.০০
সুবোধ চৌধুরী
ডোমনি ৬০.০০
সুবোধ বসু রায়
রাঢ়বঙ্গের কারুশিল্প ৪০.০০
সুশান্ত বিশ্বাস
মালপাহাড়িয়া ৪৫.০০
লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি ৭৫.০০

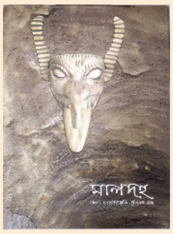

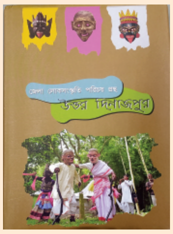

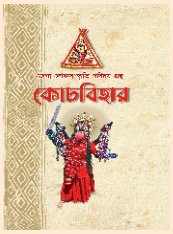

সুহাসিনী দেবী
মেয়েলি ব্রতকথা ১৫০.০০
স্বপন মুখোপাধ্যায়
গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান ৫০০.০০
সোমা মুখোপাধ্যায়
বাংলার দাই ২৫০.০০
হরেকৃষ্ণ হালদার
বঙ্গের শ্রীখোল ৫০০.০০
হাবিবুর রহমান
সামাজিক উন্নয়নে ফোকলোর ১৫০.০০
জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয়
নদিয়া ১৫০.০০, বর্ধমান ১৪০.০০,
বাঁকুড়া ১০০.০০, হাওড়া ৭০.০০,
মেদিনীপুর ১৪০.০০
মুর্শিদাবাদ ৪৫০.০০, পুরুলিয়া ৪০০.০০,
মালদহ ৪৫০.০০, বীরভূম ৪০০.০০,
উত্তর দিনাজপুর ৩৫০.০০
আলিপুরদুয়ার ৪০০.০০,
দক্ষিণ দিনাজপুর ৪০০.০০
দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৬০০.০০
কোচবিহার ৪০০.০০
পশ্চিমবঙ্গের মেলা ৩০০.০০
বঙ্গীয় লোকসংগীত কোষ ৪০০.০০
লোকদেবতা ও উৎসব : নানা প্রসঙ্গ ২৫০.০০
লোকভাষার নানা দিগন্ত ১৫০.০০
রবীন্দ্রনাথের ছড়া পটুয়ার গান প্রতিটি ১০.০০
Santal Architecture 200.00
Folk Music and Folklore : An Anthology 300.00
Hemango Biswas (ed.)
Barun Kumar Chakraborty
Essays on Folkloristics 225.00
লোকশ্রুতি (ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা) ৫০.০০ প্রতি সংখ্যা

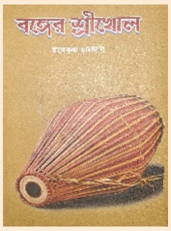

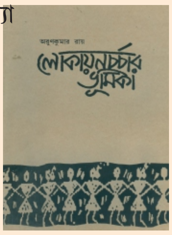

ক্যাসেট ও সিডি

ঝুমুর, লালনের গান, দরবেশি গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, দাশরথি রায়ের পাঁচালি, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের লোকসংগীত, বাউল গান, ধামাইল, গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়া, সাধু রামচাঁদ মুর্মুর গান, রণেন রায়চৌধুরীর মারিফতি, অনন্তবালা বৈষ্ণবীর গান, বাহা, দং, লাগড়েঁ, দরবারি ঝুমুর, ভাদু, টুসু, করম, কবিগান, ফকিরি গান, তরজা গান, তিস্তা নদীর পাড়ে পাড়ে, মেচ ও রাভা ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্থান

রবীন্দ্রসদন 'বইঘর', দক্ষিণাপণ মার্কেটে 'লোকসংস্কৃতির বই' স্টল ও কেন্দ্রের লোকগ্রামের কার্যালয়

রায়বেঁশে নৃত্যের কর্মশালা ও উৎসব: পূর্ব বর্ধমান

রায়বেঁশে নৃত্য পরিবেশনায় লোকশিল্পীরা

রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় ৩ থেকে ৫ মার্চ ২০২৩ তিন দিনের "রায়বেঁশে নৃত্যের কর্মশালা ও উৎসব" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতি শম্পা ধারা, কাটোয়া মহকুমা শাসক শ্রীমতি অর্চনা পি ওয়াংখেড়ে, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক কাটোয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রী সমীর কুমার সাহা সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। তিন দিনের এই কর্মশালা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করেন পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ২৪ টি রায়বেঁশে দল এবং ৩৬০ জন লোকশিল্পী। উক্ত কর্মশালায় মুর্শিদাবাদ জেলার দুজন প্রবীণ রায়বেঁশে শিল্পী শ্রী শক্তিপদ দলুই ও শ্রী অজিত কোনাই প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

বাউল ও ফকিরির গানের কর্মশালা এবং উৎসব: বীরভূম

বাউল গান পরিবেশনায় লোকশিল্পী

বীরভূম জেলার সিউড়ীর "সিধো কানহু মঞ্চ"-তে ৪ থেকে ৬ মার্চ ২০২৩ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে এবং বীরভূম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল বাউল ও ফকিরি গানের কর্মশালা এবং উৎসব। তিন দিনের এই কর্মশালা ও উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় সভাধিপতি, বীরভূম জেলা পরিষদ তথা মাননীয় বিধায়ক (সিউড়ী বিধান সভা) শ্রী বিকাশ রায় চৌধুরী এবং উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। কর্মশালার প্রথম দিন অংশগ্রহণ করেন পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের বাউল শিল্পীরা। দ্বিতীয় দিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও বীরভূম জেলার বাউল ও ফকিরি গানের শিল্পীরা। কর্মশালার শেষ দিন অংশগ্রহণ করেন পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলার বাউল শিল্পীরা। মোট অংশগ্রহণকারী শিল্পী সংখ্যা ৭০ জন। রাজ্য সরকারের এই অনুষ্ঠানগুলি লোকসংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধানের এক অনবদ্য প্রচেষ্টা।

মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালা ও সম্মেলন : উত্তর ২৪ পরগণা

৩ মার্চ ২০২৩ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় বারাসাতে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭ জন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক কর্মশালা ও সম্মেলন। বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. বরুন কুমার চক্রবর্তী, ড. সৌমেন দাস, ড. চন্ডীচরণ মুরা ও ড. অনির্বাণ মান্না। কর্মশালা ও সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় বেলা ১১টা থেকে এবং চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় দুপুর ২টো থেকে চলে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ড. সৌমেন দাস।

মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালা ও সম্মেলন : দক্ষিণ ২৪ পরগণা

১ মার্চ ২০২৩ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায়, দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ জন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে লোকসংস্কৃতি ও ক্ষেত্র সমীক্ষা বিষয়ক কর্মশালা ও সম্মেলন। কর্মশালা ও সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন ছিল বেলা ১১টা থেকে এবং চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় অধিবেশন চলে দুপুর ২ টো থেকে প্রায় বিকেল ৪টে। এই কর্মশালা ও সম্মেলনের বিশেষজ্ঞ ও পরিচালক হিসেবে ছিলেন ড.বরুন কুমার চক্রবর্তী, এছাড়াও ছিলেন ড.সমরেশ ভৌমিক, ড.মনোজ মন্ডল ও ড.পবিত্র কুমার মিস্ত্রি।

লোকনৃত্যের কর্মশালা ও উৎসব: আলিপুরদুয়ার

লোকনৃত্য পরিবেশন করছেন লোক-শিল্পীরা

গত ১৮ থেকে ২০ মার্চ ২০২৩ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার পৌরসভার রবীন্দ্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল তিন দিনের লোকনৃত্যের কর্মশালা ও উৎসব। ১৮ মার্চ উৎসবের প্রথম দিনে পরিবেশিত হয় কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার বৈরাতী নৃত্য। ১৯ মার্চ আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার তামাং নৃত্য পরিবেশিত হয়। ২০ মার্চ কর্মশালা ও উৎসবের শেষ দিন পরিবেশিত হয় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী নৃত্য (রাভা, ওঁরাও, মুন্ডা ইত্যাদি)। **১৫টি** দল এবং **২২৫** জন লোকশিল্পী এই কর্মশালা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

আদিবাসী নৃত্যের কর্মশালা ও উৎসব : ঝাড়গ্রাম

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত এবং ঝাড়গ্রাম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় ১০ থেকে ১২ মার্চ ২০২৩, ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে তিন দিনের আদিবাসী নৃত্যের কর্মশালা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১০ মার্চ কর্মশালা ও উৎসবের প্রথম দিনে আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করেন ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার লোকশিল্পীরা। ১১ মার্চ আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করেন ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার লোকশিল্পীরা। ১২ মার্চ পরিবেশিত হয় ঝাড়গ্রাম, বীরভূম ও হুগলি জেলার লোকশিল্পীদের আদিবাসী নৃত্য। **২০টি** দল এবং মোট ৩০০ জন লোকশিল্পী এই কর্মশালা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

রাঢ় বাংলা উৎসব :পুরুলিয়া

২৭ থেকে ২৯ মার্চ ২০২৩, পুরুলিয়া জেলার মানবাজার-২ ব্লকের বারী হাই স্কুলের মাঠে, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় তিন দিনের “রাঢ় বাংলা উৎসব”-এর আয়োজন করা হয়েছিল। ২৭ মার্চ উৎসবের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন লোক আঙ্গিক ও বাঁকুড়া জেলার রণপা নৃত্য। ২৮ মার্চ পরিবেশিত হয় পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন লোক আঙ্গিক এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝুমুর নৃত্য। ২৯ মার্চ উৎসবের শেষ দিন পরিবেশিত হয় পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন লোক আঙ্গিক এবং বীরভূম জেলার বাউল গান। মোট অংশগ্রহণকারী শিল্পী সংখ্যা ৩০০ জন।

লোকনাট্যের কর্মশালা ও উৎসব : মালদা

লোকনাট্য পরিবেশনায় লোকশিল্পীরা

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং মালদা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় ২০ থেকে ২২ মার্চ ২০২৩ মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের সানাউল্লাহ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল তিন দিনের লোকনাট্যের কর্মশালা ও উৎসব। ২০ মার্চ কর্মশালার প্রথম দিন পরিবেশিত হয় উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গম্ভীরা ও খন পালা। ২১ মার্চ পরিবেশিত হয় গম্ভীরা, ডোমনি ও খন পালা মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার। ২২ মার্চ কর্মশালার শেষ দিন পরিবেশিত হয় ডোমনি ও খন পালা মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলার। মোট **১২টি** দল **১৮০** জন লোক লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন এই কর্মশালায়।

লোকশিল্পীরা পুরস্কৃত ও সম্মানিত

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩০ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত সঙ্গীত নাটক একাডেমির সহযোগিতায় উড়িষ্যার কেউনঝার জেলার কাউরিকালা গ্রামে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত রায়বেঁশে নৃত্যের শিল্পী আবু সালেহ কর্মশালা করান। তাঁর রায়বেঁশে নৃত্যের দল কেরালার টেলিভিশনের মনোরমা চ্যানেলের একটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং দু লক্ষ টাকা পুরস্কারও পেয়েছে।

৭৪-তম ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’ উদ্‌যাপনে লোকপ্রসার প্রকল্পের লোকশিল্পীরা

৭৪-তম ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’ উদ্‌যাপিত হয়ে গেল ২৬ জানুয়ারি ২০২৩ কলকাতার রেড রোডে। এবারের রাজ্য সরকারের ট্যাবলয়ের থিম ছিল দুর্গা পুজো। ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’এর মূল অনুষ্ঠানে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ১৪ জন মহিলা ও ৬ জন পুরুষ ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ১৪ জন মহিলা ও ৬ জন পুরুষ এবং হুগলি জেলার ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা বাউল শিল্পী, কোচবিহারের বৈরাতী নৃত্যের ৩০ জন, পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী নৃত্যের ৩০জন, পুরুলিয়ার ৩০ জন ছৌ নৃত্যের ও দার্জিলিং জেলার ৩০ জন মারুণী নৃত্যের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। মোট **১৭০** জন লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দিল্লিতে ৭৪-তম ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’ উদ্‌যাপন ও ‘ভারত পরব’ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীরা

২৬ জানুয়ারি ২০২৩ দিল্লিতে ৭৪-তম ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এবারের পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলোর থিম ছিল দুর্গা পুজো। পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ১৭ জন মহিলা ঢাকি ও ৯ জন ঢাক ধুনুচি নৃত্যের লোকশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। মোট **২৬** জন লোকশিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

‘ভারত পরব’ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় দিল্লিতে ২৮ জানুয়ারি ২০২৩। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন হুগলি জেলার ৭ জন, পূর্ব বর্ধমান জেলার ১ জন ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ২ জন শ্রীখোল বাদ্যের লোকশিল্পী, পুরুলিয়ার ১৫ জন ছৌ নৃত্যের শিল্পী, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ১৭ জন মহিলা ঢাকি ও ৯ জন ঢাক ধুনুচি নৃত্যের লোকশিল্পী। মোট অংশগ্রহণকারী শিল্পী সংখ্যা **৫১** জন।

“মিলন উৎসব”-২০২৩ এ লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগাম আয়োজিত ১০ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল “মিলন উৎসব”। এই উৎসবে বিভিন্ন লোক আঙ্গিক পরিবেশিত হয়-মুর্শিদাবাদ জেলার রায়বেঁশে নৃত্য, নাদিয়া জেলার ফকিরি গান, পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য ও আলিপুরদুয়ার জেলার ভাওয়াইয়া গান। মোট **৪২** জন লোকশিল্পী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

“রাজ্য সবলা মেলা”-তে লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠান

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্ত বিভাগ-এর দ্বারা আয়োজিত “রাজ্য সবলা মেলা”,অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নিউ টাউন মেলার মাঠে ২১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হস্তশিল্পের শিল্পীরা সবলা মেলায় অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীরা সবলা মেলা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠিত হয়েছিল বীরভূম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নৃত্য, মালদার গম্ভীরা পালা, পুরুলিয়ার নাটুয়া নৃত্য, দার্জিলিং জেলার মারুণী নৃত্য, পূর্ব বর্ধমানের কবি গান, পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য, আলিপুরদুয়ারের রাভা নৃত্য, মুর্শিদাবাদ জেলার জারি গান,বীরভূমের বাউল গান, মুর্শিদাবাদের আলকাপ পালা, বীরভূম জেলার রায়বেঁশে নৃত্য, কোচবিহার জেলার ভাওয়াইয়া গান ও পুরুলিয়া জেলার ঝুমুর গান। এই মেলায় মোট **১৮৪ জন** লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব-এ লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠান

১৭ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ২১ জানুয়ারি ২০২৩, রবীন্দ্রসদান - নন্দন প্রাঙ্গণে প্রতিদিন বিকেল ৩টে থেকে “রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব” অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। ১৭ জানুয়ারি পরিবেশিত হয় হুগলি জেলার রায়বেঁশে নৃত্য। ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় নদিয়ার তারের পুতুল নাটক। ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডাঙ্ পুতুল নাটক। ২০ জানুয়ারি পরিবেশিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার রণপা নৃত্য। ২১ জানুয়ারি বীরভূম জেলার বহুরূপী নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মোট শিল্পী সংখ্যা **৫৫ জন।**

“বাংলার দুগ্গা”দের অনুষ্ঠানে লোকশিল্পীরা

“বাংলার দুগ্গা”, মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত দুর্গা পুজোর উদ্যোক্তারা যাঁরা ‘বাংলার মা বিস্বজননী’এই ব্যানারে একটি পদযাত্রার আয়োজন করেন ২ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রসদন থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত। এই পদযাত্রায় উত্তর ২৪ পরগণার ৫০ জন মহিলা ঢাকি, পুরুলিয়ার ৩০ জন ছৌ নৃত্যের ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ২০ জন শ্রীখোল বাদ্যের শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। মোট **১০০** জন লোকশিল্পী এই পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। “বাংলায় দুগ্গা” সংস্থাটি প্রতি বছর ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে ‘মৃন্ময়ী মেলা’র আয়োজন করেন। এ বছর চতুর্থ বর্ষে পদার্পন করল এই মেলা। ৩ ফেব্রুয়ারি মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার **১৫** জন মহিলা ঢাকি তাঁদের ঢাক বাদ্য পরিবেশন করেন।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে **কৌস্তুভ তরফদার**, সচিব কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., ১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, কলকাতা ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত। কার্যালয় : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ‘লোকগ্রাম’, ছিট-কালিকাপুর, কলকাতা ৭০০০৯৯। ফোন : (০৩৩) ২৪২৬-২৭২৮/২৬৩৭ (ফ্যাক্স) ই-মেল : loksanskriti@live.com

সম্পাদক : জয় গোস্বামী ।। সহ সম্পাদক : নন্দিনী রায়